দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... FEB 15 1999
পৃষ্ঠা 9 কলাম 2

119

## শিক্ষা ক্ষেত্রে একই চাকুরীতে বেতন বৈষম্য কেন?

বাংলাদেশ সরকার সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে দেশের অনুন্নত এলাকায় গ্রামেগঞ্জে যেখানে কোন বিদ্যালয় নেই সেখানে একান্ত প্রয়োজনে কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। সারাদেশে এ সকল বিদ্যালয়ের সংখ্যা (পাঁচ হাজারের অধিক অর্থাৎ) যথেষ্ট। সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী এ সকল বিদ্যালয়ে সরকারীভাবে শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ দান করা হয়েছে। সরকার এ সকল শিক্ষককে মাসিক ৫০০ টাকা, হারে সম্মানী ভাতা প্রদান করে আসছে। বিগত জুলাই '৯৮ মাসে সরকারী এক বিশেষ অধ্যাদেশে দেশের সকল রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/ শিক্ষিকাগণের বেতন ভাতাদি সরকারী নতুন বেতন স্কেলের আওতাভুক্ত করে স্কেলের ৭২% বকেয়াসহ প্রদান করেছে। এতে রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মনে অনেকটা আশার সঞ্চার হয়েছে কিন্তু পাশাপাশি একই রকম কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন পূর্বের সেই ৫০০ টাকাই রয়ে গেছে। তাদের বেতন ভাতা বর্তমান স্কেলের আওতাভুক্ত করা হয়নি বা কোন রকম বৃদ্ধিও করা হয়নি। কাজেই এটি একটি দারুণ বৈষম্যমূলক আচরণ; গণতান্ত্রিক দেশে সরকারের অগণতান্ত্রিক আচরণ। অধিকন্তু প্রতিষ্ঠালগ্নে আমরা শুনেছি, সরকারের পরিকল্পনা ছিল এ সকল কমিউনিটি বিদ্যালয়কে সম্পূর্ণ সরকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে। এখন দেখছি এ সকল বিদ্যালয় খুবই অবহেলিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। দেশের সুধী মহল সরকারের এহেন শিক্ষা ব্যবস্থার কথা ভেবে খুবই উদ্বিগ্ন।

আমরা বুক ভরা আশা নিয়ে উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে শিক্ষক হিসেবে এ সকল বিদ্যালয়ে বিগত ০১-০১-৯৫ তারিখে যোগদান করি এবং অদ্যাবধি কর্মরত আছি। কিন্তু এখন আমাদের দুঃখের শেষ নেই, হতাশার অন্ত নেই। আমাদের সংসার চলছে না। আমাদের এ চাকুরীতে, এ ভাতায় ভরণ-পোষণ হচ্ছে না, পেটে খাবার জুটছে না, পরনে কাপড় নেই। অনাহারে-অর্ধাহারে আমাদের জীবন দিনদিনই দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। আমরা এ চাকুরীতে থেকে অন্য কিছু করতেও পারছি না। সামাজিকভাবেও আমরা হেয়প্রতিপন্ন হচ্ছি। বিষয়টি এখন আন্তর্জাতিকভাবেও সমালোচিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সুধী মহলের কাছেও আমাদের দেশের সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। কেননা, যেখানে দেশের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পর্যায়ের একই যোগ্যতাসম্পন্ন একই কাজ করে একজন সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ভাতা পাচ্ছেন ৪ হাজার টাকা, একজন রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ের শিক্ষক পাচ্ছেন ১২শ' টাকা এবং একজন কমিউনিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক পাচ্ছেন ৫শ' টাকা, সেখানে বিষয়টি বৈষম্যমূলক, অমানবিক ও খুবই মর্মান্তিক।

আরো উল্লেখ্য যে, এ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভাতাদি যথাসময়ে প্রদান করা হচ্ছে না। কোন কোন শিক্ষক এক বছরের বেতন পাননি। পত্রিকার খবরে জানা যায়, সারাদেশে একই অবস্থা বিরাজমান।

এমতাবস্থায় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ও প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ববান সকল ব্যক্তি এবং সকল উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রশ্ন— এ রকম বেতন বৈষম্য কেন? এমন অমানবিক আচরণ থেকে আমাদের রক্ষা করুন এবং উল্লেখিত বেতনবৈষম্য অচিরেই দূর করে অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য আকুল আবেদন করছি।

—পূর্বধলা থানার সকল কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের পক্ষে— সিলিয়া আক্তার জাহান, প্রধান শিক্ষিকা, দিউপাড়া কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পূর্বধলা, নেত্রকোণা।